

## সঙ্গীদের দেখানো পথ হাসান আলী\*

সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম বেরোবি প্রাঙ্গণে,  
সবুজ ঘাস লুটিয়ে পড়েছিলো ইতিহাসের খুঁজে।  
পেছনের দেয়ালে লেখাডু  
“আবু সাঈদ, শহীদ তুমি, সময়ের উর্ধ্বে।”

সেদিন জুলাইয়ের উত্তপ্ত হাওয়া বয়ে গেছিলো সর্বত্র,  
ক্লাসরুম পেরিয়ে পৌছে গেছিলো হৃদয়ের গভীরে।  
সেখানে ছিলো না শুধু পাঠ্যপুস্তক,  
ছিলো রক্তের গল্প, আগুনে লেখা মুক্তির ফর্মুলা।

একদিন এই ক্যাম্পাসে বন্ধ ছিলো ক্যান্টিন, ক্লাস  
ছিলো না কোনো ছায়া।  
ছিল একদল সাহসী তরুণ, যাদের ছিল এক বুক আশা  
আর গণতান্ত্রিক নিষ্ঠীক চাহিদা।

আবু সাঈদ ছিলেন তাদেরই এক,  
শান্ত চেহারায বজ্র কণ্ঠ, প্রতিবাদের অটল দৃঢ় ব্যক্তিত্ব।

স্বপ্ন দেখেছিলেন বৈষম্যহীন বাংলাদেশের,  
শুধু বইয়ের পাতায় নয়;  
বাস্তবে বাস্তবায়ন করার স্বপ্নের বাংলাদেশের।  
আওয়াজে তুলেছিলেন বিপ্লবের স্পন্দনে।

আজ তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও নেতৃত্বের জন্য  
সূচনা হলো এক নতুন বাংলাদেশের।

আজ তার রক্ত মিশে আছে এই মাঠে, এই বটতলায়,  
যখন হেঁটে যাই সেই স্থানগুলো দিয়ে,  
মনে হয় সে জেগে আছে এক ছায়ার প্রতিকীরূপে।

বেরোবির প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ, দেয়াল আর ক্যানভাসে  
তাহার নাম জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা থাকবে,  
“আবু সাঈদ: আমাদের চেতনার প্রতীক”।

আমরা আজও সেই জুলাইকে খুঁজি,  
যেখানে স্বপ্ন মানে সাহস, আর প্রতিবাদ মানে বেঁচে থাকা।  
‘জুলাইস্মৃতি’, তার রেখে যাওয়া আলোয়,  
নতুন ইতিহাস গড়ার প্রতিশ্রুতি।

---

\* শিক্ষার্থী, ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## বিপ্লবী আবু সাঈদ সুকুমার চন্দ্র মহন্ত\*

দেখেছি আমি বীর,  
দেখেছি আমি বীরত্ব ।।

তোমার মাঝে দেখেছি আমি,  
বিপ্লবী হয় কত শক্ত ।।

রক্তে যখন রাজপথ হলো রঞ্জিত,  
দেখেছি আমি তোমার উন্মিত বক্ষ ।।

বক্ষ মাঝে চালানো গুলি,  
ঝরে গেল কত প্রাণ ।।

স্বৈরাচারের পতন শুরু,  
হলো বলিয়ান ।।

তোমার পথে চলবো মোরা,  
এ পথ তব নিশ্চিত ।।

তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা,  
ধন্য মোরা রাজপথী ।।

তোমায় পেয়ে স্বাধীন মোরা,  
স্বাধীন মম রাজপথ ।।

তোমার পথে চলবো মোরা,  
এ তব সুনিশ্চিত ।।

আর যেন না আসে স্বৈরাচার,  
সেটা করবো নিশ্চিত ।।

২৪ এর অভ্যুত্থানে হলে প্রথম শহীদ,  
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে তুমি আবু সাঈদ ।।

---

\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ।

## শহিদ আবু সাঈদ হোমায়রা আফরিন\*

আবু সাঈদ, তোমার রক্তে ভিজলো বাংলা,  
নীরবতা ভেঙে গর্জে উঠল মুক্তির জ্বালা।

তোমার ত্যাগে জেগে উঠল লক্ষ হৃদয়ে আগুন,  
তোমার নামেই গাইছে আজ পাখিরা গুনগুন।

আঁধারের বুক চিরে এলো নতুন এক ইতিহাস,  
নিষ্পেক্ষ প্রাণে জ্বালালে স্বাধীনতার দীপ্ত আভাস।

বায়ান্নোর ফাগুনের সেই রক্তধারা যেন ফিরল চব্বিশের শ্রাবণে।  
আবার ভিজলো রাজপথ, জাগলো হৃদয় শপথের আগুনে।

তোমায় হারিয়ে কাঁদছে মা, কাঁদছে দুয়ার ধরে,  
আঁচল পেতে ডাকে শুধু “আয় বাবা, আয় আমার তরে”।

তুমি ফিরবে না, ফিরবে না আর বাংলার রাজপথে,  
তোমার ছবি রয়ে গেছে ঘুমহীন ঐ মায়ের চোখে।

তোমার ত্যাগেই ফিরে পাওয়া হারানো স্বাধীনতা,  
তোমার রক্তেই লেখা হলো জাতির নতুন কথা।

---

\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## সাহসী জুলাই ফুল আর এস শাওন\*

আজ একটা ফুলের গল্প বলি,  
কাননে হাজারো ফুলের মাঝে সেরা সে কলি।

বাংলার বুকে কি দৃপ্ত তাঁর শির,  
এ যেন অচল হিমালয়ের ভীড়।

কি অবিচল তার প্রাণ!  
সদা নিঃসঙ্কোচ-নির্ভয়-নিলিপ্ত

সাহসী বক্ষ স্রাণ।  
শত বছরের শত চেতনা বুকে গাঁথা,  
সহস্র পথ অমসৃণ, কষ্টকাকীর্ণ বাঁধা।  
ও বক্ষ চিরে শত হাহাকার-শত চিৎকার,

শত ত্রন্দন-শত ধিককার।  
কি অসীম অকুতোভয় বাহুতে শোণিত ধারা!

যেন নিমিষেই শোচিত করলো ধরা।  
কি অগ্রগামী, দুর্নিবার, দুরন্ত চেতনা!

হায়েনার গুলিতে তা ফাড়ে না, ফাড়ে না, ফাড়ে না।  
যুগ যুগান্তর ধরে এ শোণিত ধারা বহমান,

তব নব নব শাসকের ধৃষ্টতা অম্লান।  
মোরা বীর, মোরা বাঙালি, মোদের চির উন্নত শির,

মোরা বাজি রাখি জীবনের নীড়।  
মোরা শত্রুর ভয়ে কম্পিত কোনো সমীরণে ভাসা পাতা নই,

মোরা জুলফিকার, চির লড়াকু, পরাধীনতার শৃঙ্খলে কভু বদ্ধ নই।  
মোরা দাবানল জ্বালিয়ে, অগ্নি পথ পেরিয়ে ঝঞ্ঝাট করি দূর,

মোদের পথ অসীমে-অনন্তে-বহুদূর।  
হতে আসিনি এ পৃথিবীতে কোনো জঞ্জাল,

এসেছি নব উদ্যমে, নব আঙ্গিকে,  
নব কুড়িকে বিকশিত করে, নব দিগন্তের রক্তিম রবিকে করতে প্রাঞ্জল।

---

\* শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## শহিদ আবু সাঈদ মোঃ আরিফুজ্জামান সোহাগ\*

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি মাগো আমি!  
দেখেছি আমি শহীদ হওয়া আবু সাঈদের ক্ষত।

বীরের বেশে দাঁড়িয়ে ছিল শক্ত লাঠি হাতে,  
মরলে শহীদ বাচলে গাজী এমনটি তো হতো।

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানায় জন্ম ছিল যার!  
ছোট্ট থেকেই মেধাবী আর সাহস ছিল তার।

বাবা মায়ের স্বপ্ন অনেক ছেলে হবে বড়,  
পরিবারের দায়িত্ব যে তাকেই নিতে হতো।

বোনের অনেক স্বপ্ন ছিল ক্যাডার হবে ভাই!  
বোনের স্বপ্ন করতে পূরণ বেরোবি তে যায়।

নিজের কথা না ভেবেই বিলিয়ে দিল রক্ত,  
সাঈদ তুমি শহীদ হয়েও কোটি মানুষের ভক্ত।

সাড়ে দশটায় ছিল সাঈদের বাড়ি ফেরার কথা!  
জানতো কী আর এই ফেরাটি হবে শেষ ফেরা।

কাফন শেষে দাফন হলে সবাই গেল চলে,  
বাবা-মায়ের চোখ দুখানি অশ্রুতে যায় ভিজে।

তোমার দেয়া রক্ত মোরা যেতে দেব না বৃথা!  
সবকিছু দিয়ে হলেও করবো বাতিল কোটা।

অবশেষে বলবো আমি জোড়ালো কণ্ঠ নিয়ে,  
সাঈদ তুমি ফিরে এসো বাংলার ঘরে ঘরে।

---

\* প্রাক্তন শিক্ষার্থী, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তাজহাট, রংপুর।

## রক্তচোষা রাক্ষস রিফাত আল আহাদ\*

যত শালিক প্রাণ হারিয়েছে  
শকুনের থাবার কবলে;

শত মা সন্তান হারিয়েছে  
তারা কি ফিরবে কোলে?

কত ফুল বারেছে কাল-  
জুলাই কে করেছে রক্তাক্ত লাল;

নির্বিচারে ছুড়েছ তুমি গুলি,  
কেড়ে নিয়েছ শত সংগ্রামী বুলি,  
ভারি করেছে মৃত্যু-শপথের বুলি!

নাকের ডগায় তাজা লাশের ঘ্রাণ;  
ভোর হতেই মনকে করে স্লান!

কানে বাজে “পানি লাগবে পানি?”  
মুগ্ধ আর ফিরবে না, বলবে না এ বাণী।

মস্তিষ্কে আঁকা “সাইদ পেতেছে বুক”  
জমিনের বুকে মৃত্যু-মিছিলের শোক!

চোখ বুঝাই ঘুম নিয়েও নির্ধুম কেটেছে রাত;  
কখন ভাঙবো ওই রক্তচোষা রাক্ষসের দাঁত!

---

\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## রাজপথে আবু-সাইদ

আলী আকরাম\*

আমি দেখেছি তাকে, জুলাই বিপ্লবে।  
সারাদেশ যখন উত্তাল, চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড়।  
কেউ কোথাও ভালো নেই, চারিদিকে হাহাকার।  
নির্বাক পথ-ঘাট শুধু চায়, এক মুক্তির ডাক।

সারাদেশ যখন ধুকছে অপশক্তির ছোবলে,  
তখনও কিছু মানুষ জেগে স্বপ্ন বোনে গোপনে।  
পৃথিবীতে এ যাবৎ যত বড় বড় বিদ্রোহ,  
তরুণদের হাত ধরেই সূচিত বারবার।

জুলাইয়ে যখন আসলো আন্দোলনের ডাক,  
দেশের আমলারা তখনও নির্বাক।  
তরুণেরা যখন ছুটছে নির্ভয়ে রাজপথে,  
তখনি একজন বীর, দেখা হলো তার সাথে।

পুলিশ যখন ছুড়ছে গুলি, টিয়ারশেল আর বোমা,  
আবু-সাইদ এগোয় হাতে প্রতিবাদের ছায়া।  
রাস্তার বুক চিরে জেগে ওঠে তার পায়ের আওয়াজ,  
নিষেদের দেয়ালে আঁকে স্বাধীনতার সাজ।

ছিল না তাঁর হাতে কোনো অস্ত্র, শুধু কণ্ঠে প্রতিবাদ,  
তবু তাক করলো বন্দুক-শাসকের নিঃসংশয় ফাঁদ।  
বুক চিতিয়ে যখন সাঈদ প্রসারিত করল হাত,  
চিরে গেল নিস্তরক আকাশ-রক্তে রাঙা মাঠ।

---

\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## রক্তপূরাণ আরিফুজ্জামান\*

রক্তে রাঙ্গা জুলাই মাসে  
পদ্মা কাঁপে, মেঘনা ডাকে,  
ক্যাম্পাস জুড়ে বজ্রনিাদ-  
“জাগো! ওঠো! ইতিহাস হাঁকে!”

আবু সাঈদ! সে কি কেবল নাম?  
না; সে এক চেতনা-  
যে দাঁড়ায় রক্ত নিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসকের সামনে।  
যেমন দাঁড়ায় অর্জুন কুরুক্ষেত্রে!

সে ছিল এক একলব্য,  
যার তীর ছুঁতো না কোনো মিথ্যে।  
সে ছিল প্রহাদ, আগুনে পুড়ে  
সত্যকে রাখে নির্ভয়ে স্থির।  
সে বলেছিল- “ভয় নেই, রক্তই পথ।”

চোখে ছিল আগুনের জ্যোতি,  
মুখে প্রতিবাদের দীপ্ত ভাষণ।  
“এই রক্ত শুধু রক্ত নয়”-  
সে বলেছিল- “এ হচ্ছে বিপবের নিমন্ত্রণ।”

আজও পথে যারা দাঁড়ায়,  
সাইদের নামেই তারা জাগে।  
কারণ সে রক্ত নয় শুধু  
সে চেতনা, ইতিহাস, রক্তে লেখা ভাগ্য।

---

\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।



## বৈষম্যের বেদনা

শুভ কর্মকার\*

বৈষম্য আসে ভেদাভেদ থেকে,

বৈষম্য জন্মে স্বজনপ্রীতি ও তেলবাজি থেকে।

বৈষম্য নিয়ে আসে শুধু অসমতা, বৈষম্য জানে না সমতা।

বৈষম্য প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িকতা, নিভিয়ে দেয় উদ্দীপ্ত প্রতিভা।

দাবিয়ে দেয় সৎ, নির্ভীকচিন্তাগণকে

বৈষম্য জানে না সমতা।

বৈষম্য দূর করতে সবার সোচ্চার থাকা দরকার।

বৈষম্য দূরীকরণই পারে সমতা ও একতার বন্ধন গড়তে।

ভেদাভেদহীনতাই পারে বৈষম্যকে বিনাশ করতে।

বৈষম্য দূর করতেই এত সব আয়োজন।

তবু প্রশ্ন বৈষম্য দূর হয়েছে কি?

সে নিজেও জানে না, তার নিজের ঠিকানা!

বৈষম্যকে দূর করতে পারে স্ব-অস্তিত্বকে জাহ্নাত করে।

বৈষম্যকে বিনষ্ট করতে পারলেই বিনির্মিত হবে নতুন ধরণী।

নতুন জাগরণীই পারে

বৈষম্যের অস্তিত্বকে ধূলিসাৎ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে।

বৈষম্য দূর হবে,

নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হলে

পিছনে পড়ে থাকবে অন্ধকার বৈষম্যের সকল গঞ্জনা।

দেশমাতৃকা পাবে মুক্তি,

বৈষম্যের জ্বালায় থেমে থাকা দুঃখের হবে পরিসমাপ্তি।

---

\* শিক্ষার্থী, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## আবু সাঈদ মোঃ ডাবলু মিয়া\*

শুনেছ কি, জুলাইয়ের সেই যোদ্ধার নাম?  
আবু সাঈদ, বুক চিতিয়ে যিনি করেছিল কাম,  
ন্যায়ের পক্ষে, অন্ধকারে আগুন হয়ে জ্বলে,  
রুখে দাঁড়িয়েছিল, গুলি খেয়েছিল বুকে ঠেলে।  
পিছু হটেনি, ভীরুদের মতো মাথা নত করেনি,  
একাকী সৈনিক, তবু সাহস ছিল শত সেনার সমানই।  
বোন কাঁদে আজও “ভাই আমার ফিরবে না আর ঘরে”,  
বাবা বসে থাকে, দুয়ার চৌকাঠে চোখ রেখে দ্বারে।  
বিসিএস দেবে, চাকরি পাবে এমনই ছিল আশা,  
দুঁমুঠো ভাত এনে দিত অভাবি সংসারে ভাষা।  
মেধাবী ছিল, স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়ার মতো,  
হায়! সে আজ শুধুই ছবি, দেয়ালে বাঁধানো কতো।  
যুদ্ধ শেষে সবাই দিলো সাত্ত্বনার ভাষা,  
“শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না” এমনই বিশ্বাসে ভাষা।  
কিন্তু সময় গেছে, মানুষের মনও ভুলে গেছে,  
স্মৃতি শুধু তার মায়ের চোখে, অশ্রু হয়ে রয়।  
আজ সে ঘরে অভাব, নেই চাকরি, নেই ভরণ,  
শহীদের পরিবার আজ নিঃসঙ্গতার ছায়ায় ভরণ।  
আবু সাঈদ, যে তোমার রক্তে এসেছিল আলো,  
তোমার স্মৃতি আজ কারো মনে হয় না ভালো।  
হায়নার দল যারা কাড়লো তোমার প্রাণ,  
তাদের হাসি অটুট, বাঁচে তারা গায়ে কলঙ্কের মান।  
তুমি চলে গেলে, রেখে গেলে এক বেদনাঘন নাম,  
আবু সাঈদ, তোমার রক্তে লেখা হয় ইতিহাসের দাম।

---

\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## এক বুক রক্তে লেখা হলো স্বাধীনতার দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাঃ আন নাহিয়ান প্রিন্স\*

সেদিন আকাশ ছিল আগুনের মতো থমকে থাকা,  
রংপুরের বাতাসে শুধু ধুলোর মতো ভেসে ছিল প্রতিবাদ।  
বেরোবির মাঠ আর শিক্ষাঙ্গণ—  
ছিল না আর কেবল ক্লাসের পথ,  
তা হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধের নামতা।

সেই জমিনে উঠে এলেন তিনি—  
আবু সাঈদ,  
একজন ছাত্র,  
একটি সাহস,  
একটি দেশের ভেতরের জেগে ওঠা বিবেক।

তার কাঁধে ছিল না কোনো রাজনীতি,  
ছিল না কোনো পদবি বা মঞ্চ।  
ছিল কেবল—  
বুক ভরা স্বপ্ন,  
চোখ ভরা অন্যায় দেখার জেদ।

যখন পেছনে শ' শ' ছাত্রছাত্রী,  
আর সামনে বুলেটের মুখোমুখি রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট বাহিনী,  
তখন তিনি দু'হাত প্রসারিত করে বলেছিলেন—

“বুকের ভেতর অনেক ঝড়,  
বুক পেতেছি, গুলি কর।”

(সংক্ষেপিত)

---

\* শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## ডানামেলো শান্ত ড্রাগন

আবু সাঈদ\*

বহু বছর বাদে দেখা হলে,  
শ্রেমিক ৭ কিংবা ৫ হাত তফাৎ -এ  
যেভাবে দু'হাতে মেলে  
বুক পেতে, শ্রেমিকার মাথা  
হৃদপিণ্ডের ভিতর নিতে।

ঠিক;  
ঠিক সেভাবেই আমাদের আবু সাইদ  
বুক পেতেছিলো  
"পুলিশ " নামের কিছু বুনো ঞুরোরের সামনে  
বিশ্বাস করুন বন্ধুগণ  
যারা ভালোবাসতে জানে  
তারা মানুষ-পশুতে তফাৎ এ-র  
প্যারামিটার গুলো জানে না।

বুকে পাতা সিংহাসন দেখে  
লোভ সামলাতে পারে নি,  
ঘাতক বুলেট!  
পাজর, কোমড় এবং হৃদয়  
ঝাঁঝরা হয়ে যায়,  
শ্রেমিকের মতোন সাঈদ  
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেয়।

তার চোখ বুজে আসে  
এলোমেলো পায়,  
শেষ চুম্বন দিবে বলে  
মাতৃভূমিতে লুটিয়ে পরে।  
হায়-রক্তে লিখে  
ঞুরোরের বাচ্চা - দেশটা তোর বাপের একার নয়।

কেবল আফসোস  
বিজয়ী সাঈদের কপালে  
“মা” চুমু একে দিতে পারবে না।  
আমাদের সাঈদ-এখন  
মাতৃভূমির বুকে ঘুমায়!

---

\* শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## রক্তে লেখা জুলাই

ফাহিম ইসলাম\*

শহর জুড়ে আগুন ছিল, রাজপথে ছিল ভয়  
সেই আগুনে বুক চেতিয়ে দাড়াইল নির্ভয়।  
আবু সাঈদ নামটি যেন বজ্রের এক ধ্বনি  
জুলাইয়ের সেই দ্বিপ্রহরে বাজলো বীরের বাণী।

ঝড় উঠেছিল হৃদয় জুড়ে, মুক্তির চেতনায়  
তাই সে দাঁড়াল একাই সামনে, মাতৃভূমির বেদনায়।  
হাতে ছিল না অস্ত্র তব রক্ত ছিল দিগ্ধি  
বলেছিল সে মরলেই  
হয় মাথা নত, নয় নীতি।

চারদিকে যখন কোলাহল আর সমরাস্ত্রের ভয়  
আবু সাঈদ হটেনি, পিছু করেনি সংশয়।  
হাত প্রসারিত করে বলেছিল, গুলি করো তবু থামবে না বিজয়  
রক্তে রাঙিয়ে রাজপথ, লিখেছে স্বাধীনতার পরিচয়।

## কোটা সমাচার

গোলাম মোরশেদ তামি\*\*

লিখতে চেয়েছি শতবার  
ফিরে আসতে হয়েছে বারবার,  
পারিনি লিখতে কথা আমার  
তাই তো করেছি হাহাকার।  
আদৌও লিখতে পারবো কি?  
লিখলে হবে না তো শান্তি?

কোটার বিরুদ্ধে এবার,  
হয়েছি আমরা সোচ্চার।  
দমাতে পারবে কি কালো হাতিয়ার?  
আবার এসেছে জোয়ার অস্তিত্ব রক্ষার,  
রাজপথ কাপিয়ে সমতায় আসবার

---

\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

\*\* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## মুক্তির দূত আবু সাঈদ

অনিউল ইসলাম\*

হে বীর শহীদ আবু সাঈদ  
তুমি মুক্তির দূত, আলোর পথিক সাঈদ  
রক্তে রাঙা পতাকা হাতে, হয়েছ শহীদ।  
রংপুরের রাজপথে, বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলে  
হাসি মুখে বৈষম্যের বিরুদ্ধে।  
বৈষম্যের শৃঙ্খল ভাঙতে, তুমি দিয়েছ প্রাণ  
তোমার ত্যাগে জাহত হলো, নতুন প্রজন্মের গান।  
দুই হাতে পতাকা ধরে, দিয়েছিলে ডাক  
“অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ো, মেধাবীরা মুক্তি পাক।”  
তোমার রক্ত মাটিতে ঝরে, ফুটিয়েছে কোটি ফুল  
প্রতিটি ফুলে লেখা আছে, মুক্তির অমর মূল।  
শাসকের দম্ভ, অত্যাচারের কালো রাত্রি শেষ  
তোমার আলোয় জ্বলে উঠেছে, নতুন বাংলাদেশ।

হে আবু সাঈদ

তুমি বেঁচে আছো, প্রতিটি হৃদয় জুড়ে  
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে, তোমার নাম গুঞ্জে।  
মায়ের কোল খালি হলেও, কাঁদে না এই মাটি  
তোমার ত্যাগে জন্ম নিয়েছে, লক্ষ বীরের ঘাটি।  
তুমি মুক্তির দূত, হে শহীদ, অমর তোমার নাম  
বাংলার আকাশে উড়ছে তোমার, রক্তরাঙা ঘাম।  
ইতিহাসের পাতায় লেখা, তোমার বীরত্বের কথা  
আবু সাঈদ তুমিই বাংলার চির গৌরবের ব্যথা।

---

\* শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

## মুক্তির স্ফুলিঙ্গ

মোঃ মোস্তাকিম\*

রংপুর যেন নূরউদ্দিন বাকের জং-এর কারখানা ।

যার বাহুতে চুম্বকের শক্তি,  
হৃদয় যার সত্যের পথে নিভীক,  
তাকে গুটিয়ে রাখার দুঃসাধ্য কার?  
বৈষম্যের যাত্রা আর চলবে না,  
পথে সাঈদ দৃঢ় অটল ।  
বেরোবির দেবদারু ঠায় দাঁড়িয়ে ।

স্বৈরাচারের আতঙ্কিত হেলমেটধারী দোসর  
রাফ্ফুসীর মন জোগাতে,  
সম্রাসী কায়দায় শুষ্ক পথ ভেজায় সাঈদের রক্তে ।  
তীব্র হয় বিবেকের বাঁধন,  
তরুণেরা লাশ নিয়ে মিছিলে নামে,  
জাগে স্বাধীনতার দীপ্ত স্বপ্ন ।

দুই হাত প্রসারিত অকুতোভয়,  
সাঈদ ফেরে খোদার কাছে,  
তার ত্যাগে জাহ্নত হয় মুক্তির আশা !  
২৪-এর স্ফুলিঙ্গ আবু সাঈদ  
হয়ে ওঠে মুক্তিকামী জনতার প্রতীক ।

---

\* শিক্ষার্থী, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ।

## শহিদের নামে হৃদয় জ্বলুক মাসফিকুল হাসান\*

শিখা হয়ে জ্বলেছো তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে,  
সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছো সাহসের নির্ভর কারাগারে।  
তোমার কণ্ঠে ছিল বক্তৃতা, চোখে ছিল দীপ্তি স্পষ্ট,  
আবু সাঈদ, তুমি এক প্রজন্মের সাহসী উচ্চারণপট।

নিপীড়নের রাত পেরিয়ে তুমি আনলে নতুন ভোর,  
স্বাধীন কণ্ঠের মশাল হাতে, তুমি ছিলে অগ্রগামী সৈনিক।  
তোমার নামে কাঁদে বাতাস, নিঃশব্দ দেয়াল,  
তুমি নেই – কিন্তু চেতনায় বাজে তোমার চলার তাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ইট, প্রতিটি গাছের ছায়া,  
জানে তোমার পদধ্বনি কীভাবে দিয়েছে প্রেরণার মায়া?  
তোমার পথ বেয়ে চলা মানেই স্বপ্ন দেখা সাহসে,  
তোমার ত্যাগ আজো বাঁধন দিয়ে রাখে আমাদের পাশে।

নতুন যারা আসবে পথে, খুঁজবে আলো আর ভাষা,  
তাদের চোখে তুমি হবে চেতনার নতুন আশা।  
তোমার নামেই হবে শপথ, হবে সংগ্রামের রাগ,  
তোমার জীবনের গল্প হবে আমাদের ভালোবাসার ফাগ।

শিখা হয়ে থাকবে তুমি প্রজন্মের হৃদয়ে,  
প্রতিটি ১৬ জুলাই বাজবে তোমার নামে উদয়ের প্রহরে।  
তোমার স্বপ্ন আমরা বাঁচাবো, এগিয়ে নেবো নির্ভয়ে,  
“শহিদের নামে হৃদয় জ্বলুক” এই চেতনায় অগ্নিময় হয়ে।

---

\* শিক্ষার্থী, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।



## শহিদের এক বছর

লোকমান হাকিম\*

তোমার রক্তে লেখা হলো ইতিহাসের এক নতুন পাতা,  
যেখানে দ্রোহ আর ভালোবাসা পাশাপাশি হাঁটে একসাথে।

শহিদ আবু সাঈদ- তুমি শুধু নাম নও  
তুমি প্রতিরোধের শিখা, মুক্তির অমোঘ দাওয়াত।

১৬ জুলায়ের সেই রক্তাক্ত প্রভাত,  
আজও বাতাসে বাজে বিদ্রোহের কথা।  
বুকে আঙুন, চোখে দৃষ্ট প্রতিজ্ঞা,  
তুমি ছড়িয়ে দিলে সাহসের ভাষা।

বেগম রোকেয়ার অঙ্গনে যেখানে জ্ঞান বোনা হয়,  
সেখানেই তুমি দিলে প্রাণ,  
একটি ন্যায়ের শিকড় গড়ার প্রয়াসে-  
তোমার আত্মত্যাগ আজ কালের মান।

তোমার এক বছর মানে এক বছর জাগরণ,  
শুধু শোক নয়, সংগ্রামের অমোঘ চেতনা।  
তোমার স্বপ্নের পথচলায়-  
আমরা হই সহযাত্রী, অঙ্গীকারে একাত্মতা।

আজ এই দিনে, আমরা শুধু স্মরণ করি না-  
আমরা শপথ করি,  
যতক্ষণ বাঁচে এই ক্যাম্পাস,  
ততক্ষণ জাগরুক থাকবে তোমার আত্মার আভা।

---

\* উপ-রেজিস্ট্রার, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা শাখা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।